



12380 - কাযা (ভাগ্য) ও তাকদীর (নয়িতা) এর প্রতিজ্ঞমান

প্রশ্ন

ইসলামে ধর্মের মর্যাদা। কোন কোন ক্ষেত্রে একজন মুসলিমকে ধর্ম ধারণ করতে হবে?

প্রতি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কাযা (ভাগ্য) ও তাকদীর (নয়িতা)- এর প্রতিজ্ঞমান ঈমানের অন্যতম একটি রিকোন (মূলস্তম্ভ)। কোন মুসলিমের ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বিশ্বাস করে যে, যা ঘটছে সেটা ঘটতই ঘটত। আর যা ঘটেনি সেটা কখনোই ঘটত না। এই বিশ্বাস করে যে, সবকিছু আল্লাহর কাযা ও তাকদীর অনুযায়ী ঘটে থাকে। যমেনটি আল্লাহ বলছেন: “আমি প্রতিশ্রুতি করেছি যে তাকদীর অনুযায়ী সৃষ্টি করছি।” [সূরা ক্বামার, আয়াত: ৪৯]

আর ঈমানের সাথে ধর্মের সম্পর্ক মাথার সাথে যমেন দহের সম্পর্ক। ধর্ম একটি মহৎ গুণ। যার প্রতিফল প্রশংসতি। ধর্মধারণকারীগণ বিনা হিসাবে তাদের প্রতিফল গ্রহণ করবেন। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “ধর্মশীলদেরকেই তো তাদের পুরস্কার পূর্ণরূপে দেয়া হবে বিনা হিসাবে।” [সূরা যুমার, আয়াত: ৯]

এই জমনি, কথিবা নজিরে জানরে উপর, কথিবা সম্পদরে উপর, কথিবা পরবির-পরজিনরে উপর কথিবা অন্য যা কিছু উপর যত ধরণে বপিদ-আপদ ঘটবে, ফতিনা-ফাসাদ আপততি হয় আল্লাহ তাআলা সসেব ঘটীর আগাই সে সম্পর্কে জানেন এবং সেটা তিনি লিখেই লিখে রেখেছেন। যমেনটি তিনি বলছেন: “পৃথিবীতে ও তমাদরে জানরে উপর যে বপিদই আসুক না কেন আমরা তা সৃষ্টি করার আগাই কতিবে লিপিবদ্ধ আছে।” [সূরা হাদীদ, আয়াত: ২২]

মানুষ যসেব মুসবিতরে শকির হয় সেটা তার জন্য মঙ্গলজনক সে তা জানতে পারুক বা না পারুক। কেননা আল্লাহ যা তাকদীর বা নির্ধারণ করছেন সেটা মঙ্গল ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ বলেন: “আপনি বলুন, আমাদেরকে কোন কিছুই আক্রান্ত করবে না, কিন্তু আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন সেটা ছাড়া; তিনি আমাদের কার্যনির্বাহক। অতএব, মুমনিদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।” [সূরা তওবা, আয়াত: ৫১]

যে মুসবিত ঘটবে সেটা আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষেই ঘটবে। আল্লাহ না চাইলে সেটা ঘটত না। কিন্তু, আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন, নির্ধারণ করে রেখেছেন তাই সেটা ঘটছে। আল্লাহ বলেন: “আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বপিদই আপততি হয়

না। যবে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, আল্লাহ তার অন্তরকে সৎপথে পরিচালিত করবে। আল্লাহ সর্ববশিষ্টে সর্ববজ্জ্ঞ।”[সূরা তাগাবুন, আয়াত: ১১]

অতএব, বান্দা যখন জানল যে, সকল মুসবিত আল্লাহর নরিধারণ অনুযায়ী ঘটবে সুতরাং বান্দার আবশ্যকীয় কর্তব্য সেই ঈমান রাখা, মনে নেওয়া এবং ধরৈয় ধারণ করা। যহেতু ধরৈয়ধারে প্রতিদিন হচ্ছে জান্নাত। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “আর তারা যে ধরৈয়ধারণ করছেলি তার পরণিমে তিনি তাদরেকে জান্নাত ও রশেমী বস্ত্ররে পুরস্কার প্রদান করবনে।”[সূরা ইনসান, আয়াত: ১২]

আল্লাহর পথে দাওয়াত দান এক মহান মশিন। যবে ব্যক্তি দাওয়াতী কাজে তৎপর থাকে তাকে নানারকম কষ্ট ও বপিদ-মুসবিতরে শিকার হতে হয়। এ কারণে আল্লাহ অন্য নবীদরে মত তাঁর রাসূলকও ধরৈয় ধারণ করার নরিদশে দয়িছেন। তিনি বলেন: “যভোবে উলুল-আযম রাসূলগণ ধরৈয় ধারণ করছেন আপনও সভোবে ধরৈয়ধারণ করুন”[সূরা আহক্বাফ, আয়াত: ৩৫]

আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদেরকে দকি নরিদশেনা দয়িছেন যে, যদি কোন বশিষ্টে তারা উদ্বগ্ন হয় কথিবা তাদরে কোন মুসবিত ঘটবে যায় তাহলে তারা যনে ধরৈয় ও নামাযরে মাধ্যমে সাহায্য প্রারথনা করে; যাতে করে আল্লাহ তাদরে দুশ্চিন্তা দূর করে দনে এবং দ্রুত তাদরেকে মুক্ত করে দনে। “হে ঈমানদারগণ, তোমরা ধরৈয় ও নামাযরে মাধ্যমে সাহায্য প্রারথনা কর। নশিচয় আল্লাহ ধরৈয়শীলদরে সাথে রয়িছেন।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৩]

আল্লাহ কর্তৃক নরিধারতি বভিন্ন দুর্ঘটনা, আল্লাহর ইবাদত ও আল্লাহর আবধ্য না হওয়ার ক্ষত্রে ধরৈয় ধারণ করা মুমনিরে উপর ফরয। যবে ব্যক্তি ধরৈয় ধারণ করবে কয়ামতরে দনি আল্লাহ তাকে বনি হসিাবে পুরস্কার দবিনে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “ধরৈয়শীলদেরকেই তো তাদরে পুরস্কার পূরণরূপে দয়ো হবে বনি হসিাবে।”[সূরা যুমার, আয়াত: ৯]

মুমনি তার খুশি ও দুঃখ উভয় অবস্থাতই পুরস্কার পায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম বলেন: “মুমনিরে বশিষ্টা খুবই বস্মিয়কর। তার সর্ব বশিষ্টই কল্যাণকর। মুমনি ছাড়া অন্য কারো ক্ষত্রে এমনটি হয় না। যদি খুশরি কিছু ঘটবে তখন সে শুরিয়া আদায় করে। আর যদি দুঃখরে কিছু ঘটবে তখন সে ধরৈয় ধারণ করে। ফলে যটোই ঘটুক সটো তার জন্য কল্যাণকর।”[সহিহ মুসলমি (২৯৯৯)]

বপিদকালে আমাদরেকে কী বলতে হবে সে বশিষ্টেও আল্লাহ আমাদরেকে দকি নরিদশেনা দয়িছেন। এবং জানয়িছেন যে, ধরৈয়ধারণকারীদরে জন্য তাদরে রবরে কাছ উন্নত মর্যাদা রয়িছে। তিনি বলেন: “আর আপনি ধরৈয়শীলদেরকে সুসংবাদ দনি; যারা, তাদরেকে যখন বপিদ আক্রান্ত করে তখন বলে: **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** (নশিচয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নশিচয় আমরা তাঁর দকি প্রত্যাবর্তনকারী)। তাদরে উপরই রয়িছে তাদরে রবরে পক্ষ থেকে মাগফরাত ও রহমত এবং তারাই হদিয়াতপ্রাপ্ত।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৫-১৫৭]